বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী
জীবন ও দর্পণ

Bediuzzaman Said Nursi
Muhtasar Tarihçe-i Hayati

মূল
ইহসান কাসেম সালেহী

অনুবাদ
ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
(অধ্যাপক : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদনা
মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার

সোজলার পাবলিকেশন
SOZLER PUBLICATION

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী জীবন ও দর্পণ
ইহসান কাসেম সালেহী

Bediuzzaman Said Nursi Jibon O Darpan
Ihsan Kasim As-Salihi

অনুবাদ :
ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান

Translate by
Dr. Mosihur Rahman

সম্পাদনা :
মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার

Edited By :
Mohammad Irfan Howlader

প্রকাশকাল :
মে ২০২৩

Published :
May 2023

প্রকাশনায় :
সোজলার পাবলিকেশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ০১৭৬৭৮২২০৬৪

Published by :
Sozler Publication
Northbrook Hall Road,
Banglabazar, Dhaka
Phone : 01767822064

ওঝইঘ : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৮৬৮-৪-২

মূল্য :
৩৪০ টাকা মাত্র

Price :
340 Tk Only.

e-mail : sozlerpublicationbd@gmail.com
Fb : www.facebook.com/sozlerpublication

অনলাইন পরিবেশক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
জন্ম	৭
প্রতিপালন	৭
স্বপ্নযোগে রাসূল (সা.)	৯
প্রাথমিক শিক্ষা	৯
শিক্ষাসনদ লাভ	১০
অসাধারণ মেধা	১০
বিখ্যাত সাঈদ	১১
মারদিন শহরে	১২
বিতলীস শহরে	১২
সাঈদ নূরসীর ভানে গমন	১২
পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সংকল্প	১৪
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ইস্তাম্বুলে	১৫
সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়	১৫
মানসিক রোগীর মিথ্যা অপবাদ	১৬
সংস্কার নিয়ে মন্ত্রীর সাথে কথোপকথন	১৬
স্বাধীনতার অর্থ	১৭
আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খের সঙ্গে সাক্ষাৎ	১৮
৩১ মার্চের বিপ্লব	১৯
প্রহসনের বিচারকার্য	১৯
শরিয়ত চাওয়ার পরিণতি মৃত্যুদণ্ড	১৯
শরিয়াহ্ বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে নূরসীর দৃষ্টিভঙ্গি	২১
আলোচ্য বিষয়ে কোরআনের হুকুম ও এর সারমর্ম	২২
সিরিয়া ভ্রমণ ও খুতবায়ে শামিয়া	২৪
বদিউজ্জামান সেনাপতি ও মুফতীর ভূমিকায়	৪০
এক হাতে অস্ত্র অন্য হাতে বই	৪১
যুদ্ধবন্দী নূরসী	৪২
জান দেব- তবু মান দেব না	৪২
কারাবাসের স্মৃতিকথা	৪৫
দারুল হিকমাহ্ আল ইসলামিয়া	৪৫
জাগরণের দিশারি : সাঈদ নূরসী	৪৭

স্বার্থ আদায়ের ফতোয়া	৪৮
সাংসদদেরকে নূরসী কর্তৃক ইসলামের পরিপূর্ণ আনুগত্যের আহ্বান	৪৮
কামাল পাশার মুখোমুখী সাঈদ নূরসী	৫৩
এই সময়ে নূরসীর কীর্তি	৫৩
সাঈদ নূরসীর আঙ্কারা ত্যাগ ও ভানে গমন	৫৪
সাঈদ বীরানের বিদ্রোহ ও তার পরিণতি	৫৪
একটি দোষের কারণে কোনো মুমিনকে ঘৃণা করা যায় না	৫৬
মুমিনের মহানুভব হওয়া উচিত	৫৬
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর নির্বাসন ও বন্দি-জীবনের সূচনা	৫৮
বারলায় নির্বাসন	৫৮
বারলায় দাওয়াতী কাজের সূত্রপাত	৬১
রিসালায়ে নূরের দাওয়াতী কাজে মা-বোনদের অংশগ্রহণ	৬২
নামায ও আযানের জন্য কাঠগড়ায় সাঈদ নূরসী	৬৩
ইসপারতা হতে আবার গ্রেফতার	৬৪
এসকিশেহির জেলখানা	৬৫
প্রথম মাদরাসায়ে ইউসুফিয়া	৬৫
আদালতের অবিচার	৬৬
আদালতে নূরসীর তীব্র প্রতিবাদ	৬৬
পুলিশের হাস্যকর কাণ্ড	৬৭
কাস্তামনুতে নির্বাসন	৬৮
রিসালায়ে নূরের ডাকপিয়ন	৬৮
শাসকের সম্মুখে দৃপ্ত বক্তব্য	৬৯
বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে ভিন্নধর্মী দাওয়াত	৬৯
রিসালায়ে নূরের দাওয়াতি পদ্ধতি	৭৫
একটি নতুন অভিযোগ এবং দ্বিতীয় মামলা	৭৬
সর্বাবস্থায় দীনী দাওয়াত	৭৭
শিরোচ্ছেদের পরই পাগড়ি খোলা সম্ভব	৭৮
দেনিজলী কারাগার	৭৮
আদালতে নূরসীর আত্মপক্ষ সমর্থন	৭৯
সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূরের আইনি বিজয়	৮৩
এমিরদায় সাঈদ নূরসী	৮৩
আফিয়নের সরকারী কর্মকর্তাকে নূরসীর চিঠি	৮৪
আঙ্কারার প্রতিনিধিদের নিকট চিঠি প্রেরণ	৮৪

আফিয়ন আদালত	৮৬
তৃতীয় মাদরাসায়ে ইউসুফিয়া	৮৬
আফিয়নে অবস্থান	৮৭
বদিউজ্জামানের জীবনের বিভিন্ন পর্ব, প্রথম পর্ব (পুরাতন সাঈদ)	৮৭
দ্বিতীয় পর্ব (নতুন সাঈদ)	৮৮
আমি শয়তান এবং রাজনীতি হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি	৮৯
এমিরদায় দ্বিতীয়বার	৯০
ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন	৯১
আবারও আদালতে রিসালায়ে নূর	৯২
নূরসীর যুক্তিখণ্ডণ	৯৫
সামসুন আদালতে সাঈদ নূরসী	৯৬
রিসালায়ে নূরের আইনগত বিজয়	৯৮
স্মৃতিময় বারলা	৯৯
আফিয়ন আদালত কর্তৃক রিসালায়ে নূরকে নির্দোষ ঘোষণা	১০০
১৯৫৭'র সাধারণ নির্বাচনে সাঈদ নূরসী	১০১
সফলতার মূলভিত্তি ইখলাস	১০১
শেষ দিনগুলো	১০২
রিসালায়ে নূরের ছাত্রদের গ্রেফতার	১০৩
বিদায়ী সাক্ষাৎ	১০৩
মৃত্যুর দ্বারে নূরসী	১০৪
মৃত্যুর আগে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সাঈদ নূরসীর প্রদানকৃত সর্বশেষ উপদেশের সংক্ষিপ্তরূপ	১০৫
মরণ অবধি ফৌজদারি মামলা	১১৩
অমানবিক আচরণ	১১৩
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ	১১৫
নূরসীর মৃত্যু সংবাদ ও জনগণের ভালোবাসা	১১৬
নূরসীর দেহাবশেষ সম্পর্কিত মামলা	১১৬
উপসংহার	১১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

রিসালায়ে নূরের একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন	১২০
সাঈদ নূরসী কর্তৃক রিসালায়ে নূর প্রণয়নের কিছু পূর্বে	১২০
কীভাবে রিসালায়ে নূর লেখা হতো?	১২২

রিসালায়ে নূর কী? ১২৪
রিসালায়ে নূরের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ১২৫
বিষয় অবতারণা পদ্ধতি ১৩০
বিন্যাস ১৩১
রিসালায়ে নূরের রচনাশৈলীর বিস্ময়কর দিক ১৩৩
বিরোধীদের সম্বোধন ১৩৩
ব্যত্যয় নীতি ১৩৬
সংশয়ের জবাব প্রদান পদ্ধতি ১৩৯
ইতিহাস অধ্যয়ন এবং এর ব্যাখ্যার একটি বিরল পদ্ধতি ১৪০
চিন্তামূলক মতবিরোধের প্রতি এক বিশ্লেষণাত্মক ঝলক ১৪৩
আকর্ষণীয় উদাহরণ ১৪৬
রিসালায়ে নূরের প্রভাব ও কৃতিত্ব ১৪৮
রিসালায়ে নূরের রচনাবলি ১৫০
রিসালায়ে নূরের সাহিত্য ১৫২
কোনটি সর্বোত্তম রিসালা? ১৫৪
রাসূল (সা.)-এর সুন্নত সম্পর্কে সাঈদ নূরসীর দৃষ্টিভঙ্গী ১৫৫
ফিকহ্ (ধর্মশাস্ত্র) সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী ১৫৭
ধর্মতত্ত্ব জ্ঞান সম্পর্কিত সাঈদ নূরসীর দৃষ্টিভঙ্গী ১৫৯
সুফিবাদ সম্পর্কিত সাঈদ নূরসীর দৃষ্টিভঙ্গী ১৬১
সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত সাঈদ নূরসীর দৃষ্টিভঙ্গী ১৬৫
দর্শন সম্পর্কিত সাঈদ নূরসীর দৃষ্টিভঙ্গী ১৬৯
প্রমাণ উপস্থাপন প্রক্রিয়া ১৭৪
রিসালায়ে নূরের দাওয়াত ও তাবলিগের পদ্ধতি ১৭৬
বর্তমান যুগের দ্বিতীয় ভয়ানক অবস্থা ১৮১
রিসালায়ে নূরের অনুবাদ ১৮২

তৃতীয় অধ্যায়

রিসালায়ে নূর থেকে সংগৃহীত কিছু নিবন্ধ ১৮৪
'আল কালিমাত' হতে সংগৃহীত ন্যায় ও সত্যের জয় হয় ১৮৪
সায়কালুল ইসলামের "আল-মুনাযারাত" অধ্যায় হতে সংগৃহীত
বিনাশের অন্ধকারে আমরা নিমজ্জিত কেন? ১৮৬
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের প্রতি ভালোবাসা ১৮৮

জন্ম

যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর দুর্গতি, দুর্দশা ও অন্ধকার সময়ে উম্মাহকে কোরআন ও সুন্নাহর সঠিক পথ দেখিয়েছেন এমন আলেমগণের সংখ্যা ইসলামের ইতিহাসে কম নয়। বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর চরম দুর্দিনে তুরস্কের কঠিন অবস্থার সন্ধিক্ষণে একজন অমিত মনোবল মহাপুরুষের জন্মের ইঙ্গিত দিচ্ছিল। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর খেলাফত সংরক্ষণকারী উসমানী খেলাফতের ক্ষীয়মান দশায় ১৮৭৭ সালে (১২৯৩ রুমী) ফজরের আযানের সময় পূর্ব তুরস্কের বিতলীস প্রদেশের নূরস নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সাঈদ নূরসী। তার পিতা ছিলেন একজন অত্যন্ত আল্লাহ্ভীরু দ্বীনদার ব্যক্তি। তিনি এতটাই পরিচ্ছন্ন জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন যে, জীবনে কখনো কোন অবৈধ জিনিস আস্বাদন করেননি এবং স্বীয় সন্তান সন্ততিকে অবৈধ কিছু পানাহার করাননি। এমনকি চারণভূমি থেকে গবাদি পশু নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সেগুলোর মুখ বেধে দিতেন, যেন অন্যদের শস্যক্ষেত হতে কিছু না খেয়ে ফেলে।

তার মহিয়সী মা নুরিয়া বলতেন যে, আমি আমার সন্তানদেরকে সবসময় পবিত্র ও অযু অবস্থাতেই দুধ পান করাতাম। নিজের বাবা সম্পর্কে নূরসী বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শিখেছি শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। তার মা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নূরসী বলেন যে, মানুষের জীবনে সর্বপ্রথম ও সবচে প্রভাবশালী শিক্ষক হচ্ছে তার মা। আমি নিজ জীবনে সর্বদা এ মহাসত্যকে অনুধাবন করেছি যে, আশি বছরের জীবনে আশি হাজার ব্যক্তির নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করলেও শপথ করে বলতে পারি যে, আমার মৌলিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা যা আমার মায়ের নিকট থেকে গ্রহণ করেছি তা আমার স্বভাব-প্রকৃতির মূলভিত্তি। অন্যান্য শিক্ষা ঐ ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত- যা আমি হুবহু দেখতে পাচ্ছি।

প্রতিপালন

ছোটোবেলা থেকেই সাঈদ নূরসীর মেধা ও প্রতিভার নিদর্শনসমূহ ফুটে উঠেছিল। যে বিষয়ই বুঝতে তাঁর অসুবিধা হতো সে বিষয়ে তিনি সর্বদা প্রশ্ন করতেন এবং অনুসন্ধান করতেন। তিনি বিজ্ঞ আলেমদের সভায় যোগদান করতেন এবং তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যে আলোচনা হতো সেগুলো তিনি মনোযোগ সহকারে শুনতেন। বিশেষত ঐ সব বিজ্ঞ আলেমগণের সভায় যাঁরা শীতের দীর্ঘ রাত্রিতে তাদের বাড়িতে একত্রিত হতেন। একবার তাঁর মনের মধ্যে একটি খুব সুন্দর প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন, ছোটোবেলায় আমি একদিন কল্পনায় নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম : "দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম? পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সাম্রাজ্য ও এর চাকচিক্য এবং

ভোগ-বিলাসের সঙ্গে সাঈদের হাজার বছর জীবন যাপন করে পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, নাকি কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করার পরে চিরস্থায়ী অস্তিত্ব?"

আমি দেখলাম যে, আমার মন কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করে চিরস্থায়ী জীবন লাভের প্রতি উৎসাহী এবং হাজার বছরের ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের প্রতি রুষ্ঠ।"

আমি দেখলাম যে আমার মন বলছে, "নিশ্চয়ই আমি মৃত্যু নামক ক্ষণস্থায়িত্ব চাই না, চাই চিরস্থায়ী জীবন, যদিও তা জাহান্নামে হয়।

আসলে এই কথার দ্বারা নূরসী যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে চিরস্থায়ীভাবে কোথাও পাঠাবার জন্য। কারণ, মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে অনন্ত ও সীমাহীন চাহিদা। মানুষ এটা বুঝতে শুরু করেছে যে, এই সংক্ষিপ্ত ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া তাদের সীমাহীন চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট নয়। অথচ বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী দর্শন মৃত্যুপরবর্তী আখেরাত জীবনকে অস্বীকার করে দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনকেই চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করে এবং 'দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও দাও ফূর্তি কর' এই ভোগবাদী দর্শনকে নিজেদের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার সকল ভোগ বিলাসে নিমজ্জিত থেকেও তার অন্তরকে প্রশান্ত করতে পারছে না, এর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নূরসী তার রিসালায়ে নূরে অন্যত্র বলেন,

"মানুষের স্বভাব প্রকৃতিতে চিরস্থায়িত্বের প্রতি তীব্র এক আকর্ষণ ও প্রেম রয়েছে। এমনকি মানুষ তার প্রত্যেকটি প্রিয় জিনিসের মাঝে কল্পনাশক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে এক ধরনের স্থায়িত্ব রয়েছে বলে ধারণা করে, তারপর তাকে ভালোবাসে। আর যখনই সে ঐ জিনিসের বিলুপ্তির কথা চিন্তা করে কিংবা বিলুপ্তি দেখতে পায় তখন তা সহ্য করতে না পেরে বিলাপ করতে থাকে। সকল ধরনের বিচ্ছেদের কারণে মানুষের যত আর্তনাদ আছে তা মূলত চিরস্থায়িত্বের প্রতি আসক্তিরই অভিব্যক্তি। যদি চিরস্থায়িত্বের কল্পনা মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মাঝে না থাকত তবে সে কোনো কিছুকেই ভালোবাসতে পারত না। এ কারণেই বলা যায় যে, চিরস্থায়ী জগত ও চিরন্তন জান্নাতের অস্তিত্বের অন্যতম প্রধান কারণ হল মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মাঝে বিদ্যমান চিরস্থায়ী হওয়ার কামনা।"

তাহলে যে মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেনি এবং ন্যূনতম সচেতন সে অবশ্যই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আনন্দ ও সুখ শান্তির পরিবর্তে চিরস্থায়ী প্রশান্তি না পাওয়ার কারণে গভীর মনোবেদনায় ভুগবে। তার রূহ আর্তনাদ করবে ও কাঁদবে।

সাঈদ নূরসী ছিলেন সংবেদনশীল প্রকৃতির মানুষ। তিনি যুলুম-অত্যাচার সহ্য

করতেন না। ছোটোকাল থেকেই অন্যায়-অনাচার ঘৃণা করতেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাঁর এই চারিত্রিক গুণাবলি আরো বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় হয়েছিল এবং দায়িত্বশীল ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মুখোমুখি হওয়ার সময় তাঁর এই চারিত্রিক গুণাবলি তার আচার-আচরণে প্রতিফলিত হতো।

স্বপ্নযোগে রাসূল (সা.)

সাঈদ নূরসীর জীবনে সবচাইতে আনন্দময় ঘটনা ঐ বৎসরের শীতে ঘটে যখন তিনি ঘন বরফাচ্ছন্ন নূরস গ্রামে অবস্থান করছিলেন। সাঈদ নূরসী একরাতে স্বপ্ন দেখলেন যে- কেয়ামত সংঘটিত হয়েছে। কর্মফলের ফায়সালা হচ্ছে। নূরসী ভাবলেন যে, যেহেতু কর্মফলের ফায়সালা হচ্ছে তাহলে এখানে তো প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই থাকবেন।

নূরসী পুলসিরাতের নিকট এজন্য অবস্থান করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো অবশ্যই এখান দিয়ে যাবেন। নূরসী চিন্তা করলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখা পেলে তিনি তাঁর হাত মোবারক চুম্বন করে সম্মান প্রদর্শন করবেন। অপেক্ষমান নূরসী অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখা পেলেন এবং তাঁর হাত মোবারক চুম্বন করে ইলমের জন্য দোয়া চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "তোমাকে কোরআনের ইলম দেওয়া হবে এই শর্তে যে, তুমি আমার উত্তরসূরী আলেমদেরকে পাল্টা কোনো প্রশ্ন করবে না।"

এই ঘটনা ও স্বপ্ন নূরসীকে বিমোহিত করে। প্রথমতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখা এবং কোরআনের জ্ঞান লাভের সুসংবাদ। অন্যদিকে বিতর্কের সময় আলেমদেরকে পাল্টা প্রশ্ন করার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্কবাণী। এ সতর্কের কারণে নূরসী কোনো সময় কোনো অবস্থাতেই কোন আলেমকে পাল্টা প্রশ্ন করেননি।

প্রাথমিক শিক্ষা

অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী সাঈদ নূরসীর আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে 'তাগ' নামক গ্রামে মুহাম্মদ এফেনদীর মাদরাসায়। অতঃপর তিনি 'বিরমাস' গ্রামের একটি মাদরাসায় স্বীয় অধ্যয়ন চালিয়ে যান।

উসমানী খেলাফতের শেষ যুগে তুর্কিদের মাঝে পাশ্চাত্য পদ্ধতির রাষ্ট্র চেতনার অনুপ্রবেশ নীতিজ্ঞানী ধর্মশাস্ত্রবিদদের ন্যায়ানুগ জীবন ও জীবিকার পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী অনুদান পাওয়া আরম্ভ করলেও পূর্ব আনাতোলিয়ায় ধর্মীয় মাদরাসাগুলো চলতো শিক্ষার্থী ও

শিক্ষকদের ত্যাগ ও জনসাধারণের অনুদানের মধ্য দিয়েই। তৎকালীন নিয়ামানুসারে শিক্ষার্থীদের যাবতীয় ব্যয়ভার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত হতো, দেশবাসীর যাকাত ও সাদাকা হতে তাদের ব্যায় ভার চালানো হতো। এর জন্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ তাদের ব্যায়ভার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে যাকাত সংগ্রহ করত। কিন্তু শিশু সাঈদ যাকাত ও সাদাকার অর্থ গ্রহণে কখনো রাজি হননি। তাই তিনি কখনো যাকাত ও সাদাকা সংগ্রহের জন্য যেতেন না- যা গ্রামবাসীকে বিস্মিত করে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যাকাত ও সাদাকা গ্রহণ না করার নীতির উপর অবিচল থেকেছেন।

শিক্ষাসনদ লাভ

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে সাঈদ নূরসী তুরস্কের বিতলিসে অবস্থিত শায়খ আমীন এফেনদীর মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি বেশী দিন অবস্থান করেননি। সেখান থেকে তিনি মীর হাসান আলীর মাদরাসায় এবং ওয়াসতান কাওয়াস নামক একটি মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি মোল্লা মুহাম্মাদ নামে তার সহপাঠীর সাথে বায়েযীদ এলাকায় অবস্থিত একটি মাদরাসায় চলে যান। উক্ত মাদরাসায় তিনি শায়খ মুহাম্মদ জালালীর তত্ত্বাবধানে মনোযোগ সহকারে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রতিদিন দুর্বোধ্য পুস্তকসমূহ থেকে দুশো পৃষ্ঠা করে অধ্যয়ন করতেন এবং কোন ধরনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টিকা ছাড়াই তিনি সেগুলো স্বীয় মেধার গুণে বুঝতে পারতেন। এভাবে কিছুকাল অধ্যয়নের পর তিনি শায়খ মুহাম্মাদ জালালীর নিকট থেকে শিক্ষা-সনদ লাভ করেন।

অসাধারণ মেধা

শিক্ষা-সনদ লাভ করার পর সাঈদ নূরসী তাঁর বড় ভাই মোল্লা আব্দুল্লাহর সঙ্গে দেখা করার জন্য 'সিরভান' নামক স্থানে যান, তাদের প্রথম সাক্ষাতেই কথাবার্তা ছিল এরকম :

আব্দুল্লাহ্ : তুমি এখান থেকে যাওয়ার পর আমি শরহে শামসী শেষ করেছি। আর এই সময়ে তুমি কি পড়েছ?

নূরসী : আমি প্রায় আশিটি বই পড়েছি।

আব্দুল্লাহ্ : এ কি বলছ?

নূরসী : এগুলো ছাড়াও আরো অনেক বই পড়েছি।

কিন্তু অল্প সময়ে এত অধ্যয়নের ঘটনা আব্দুল্লাহর কাছে অসম্ভব মনে হলো, তাই তিনি বইগুলো থেকে তাঁকে খুটিয়ে খুটিয়ে প্রশ্ন করলেন, অবশেষে তার এই কৌতুহলী অনুসন্ধান বিস্ময় সহকারে শেষ হল। কিন্তু আরও আশ্চর্যজনক ঘটনা

ঘটল যখন তারা 'সিরত' নামক স্থানে শায়েখ ফাতহুল্লাহ্ এফেনদীর মাদরাসায় গেলেন। শায়খ ফাতহুল্লাহ্ একজন অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি নূরসীকে জিজ্ঞাসা করলেন :

-তুমি তো গত বছর সুয়ূতীর আলফিয়া ইবনে মালিকের ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়েছ, এ বছর তুমি কি আলজামী (নাহুর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ) পড়বে?

নূরসী : আমি সেটা পুরোটাই পড়েছি।

ফাতহুল্লাহ্ এফেনদী তাঁর সামনে বিভিন্ন কিতাবের নাম উল্লেখ করছিলেন আর তিনি উত্তর দিচ্ছিলেন যে, তিনি সবগুলো বই-ই পড়েছেন। এটা দেখে শায়েখ ফাতহুল্লাহ্ হতবাক ও বিস্মিত হলেন। অতঃপর তিনি রসিকতা করে তাঁকে বলতে লাগলেন :

-গত বছর তুমি পাগল ছিলে, এখনো কি তুমি পাগলই থেকে গেলে?

নূরসী বললেন : আমি এসকল কিতাবের পরীক্ষা দিতেও প্রস্তুত। বাস্তবে তাই হলো। তিনি কোনো প্রশ্নের সামনেই বিচলিত হননি। এটা সেই প্রখ্যাত আলিমকে হতবাক ও বিস্মিত করেছিল। পরিশেষে শায়খ ফাতহুল্লাহ্ তাঁকে বললেন :

-খুব ভালো! নিঃসন্দেহে তোমার মেধা অসাধারণ। কিন্তু আমরা তোমার স্মৃতিশক্তি দেখতে চাই। তুমি কি 'মাকামাতে হারিরী' কিতাবটির কয়েক লাইন মাত্র দু'বার পড়ে মুখস্থ করতে পারবে? নূরসী বইটি নিয়ে তা থেকে এক পৃষ্ঠা কেবল একবার পড়লেন আর এটা তার মুখস্থ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এটা দেখে ফাতহুল্লাহ্ এফেনদী অবাক হলেন এবং বললেন : "নিশ্চয়ই সাঈদের মাঝে প্রখর স্মৃতিশক্তির সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ মেধার সংমিশ্রণ ঘটেছে- যা একটি বিরল ও দুর্লভ বিষয়।"

সেখানে সাঈদ নূরসী উসূলে ফিকহ বিষয়ে ইবনে সুবকি প্রণীত "জামউল জাওয়ামি" গ্রন্থটি এক সপ্তাহ অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রতিদিন দুই ঘন্টা করে গ্রন্থটি এক সপ্তাহ অধ্যয়ন করেন। এই সামান্য সময়ের অধ্যয়নই তাঁর এই পুস্তকটি মুখস্থ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। নূরসীর এই অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখে ফাতহুল্লাহ্ এফেনদী জামউল জাওয়ামে গ্রন্থের কভারে নিম্নের মন্তব্যটি লিখেন :

"নিশ্চয়ই সে মাত্র এক সপ্তাহ সময়ে পূর্ণ "জামউল জাওয়ামি" গ্রন্থটি তাঁর হৃদয়পটে সংরক্ষিত করে ফেলে।"

বিখ্যাত সাঈদ

খুব অল্প সময়ে এই অসাধারণ তরুণের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শহরের

আলেমগণ তাঁর জ্ঞানের গভীরতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট আগমন করতেন এবং তাঁকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি সবাইকে নীরব করে দিতেন। ফলে তাঁরা তাঁকে 'বিখ্যাত সাঈদ' নামে ডাকতে শুরু করেন। অতঃপর সাঈদ নূরসী বিতলীস শহরে গমন করেন। সেখান থেকে তিলো শহরে যান। ঐ শহরের একটি ইবাদতখানায় কিছুদিন একাকী অবস্থান করে ফিরোযাবাদী প্রণীত 'আল কামুসুল মুহীত' নামক আরবি অভিধানের 'সীন' বর্ণমালা অধ্যায় পর্যন্ত মুখস্থ করেন।

মারদিন শহরে

১৮৯২ সালে সাঈদ নূরসী মারদীন শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান শুরু করেন। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এসময়ে শহরের শাসক নাদির বেক কিছু লোকের কুৎসার আবর্তে পড়ে মনে করেন যে, এই লোকটি বিপজ্জনক এবং তিনি শহরে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারেন। তাই তিনি সাঈদ নূরসীকে শহর থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর তাকে দুই হাত বেধে পুলিশের নজরদারিতে বিতলীস শহরে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিতলীস শহরে

বিতলীসের গভর্নর উমর পাশার সাথে সাঈদ নূরসীর আলাপ হয়। উমর পাশা সাঈদ নূরসীর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পেয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। উমর পাশা সাঈদ নূরসীকে তার বাড়িতে থাকার প্রস্তাব দেন। উমর পাশা তাঁর জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট করে দেন।

সেখানে নূরসী বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ পান এবং বেশকিছু গ্রন্থ আত্মস্থ করেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, আরবি ব্যাকরণ, তাফসির, হাদীস ও ফিক্‌হ-এর বহু পুস্তক অধ্যয়ন করেন।

হৃদয়পটে সংরক্ষিত ঐ আশিটি গ্রন্থসহ এই গ্রন্থগুলো তিনি পুনরাবৃত্তি করতেন এবং প্রতি তিন মাসে সেগুলো শেষ করতেন। এছাড়াও তিনি এই শহরে শীর্ষস্থানীয় আলেম মুহাম্মাদ কাফরাভীর নিকট ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করেন।

সাঈদ নূরসীর ভানে গমন

১৮৯৪ তিনি তুরস্কের 'ভান' নামক অঞ্চলে যান এবং সেখানে তিনি গভর্নর তাহির পাশার গৃহে অবস্থান করেন। এই গৃহে অবস্থানকালে তিনি সমকালীন শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার দ্বারা নূরসী বুঝতে পারেন যে, তিনি সমকালীন শিক্ষায় বেশ

পিছিয়ে। তাই তিনি অতি আগ্রহের সাথে সেই সব শিক্ষা অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। এবং খুব অল্প সময়েই যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করলেন। তিনি সেই সব বিষয়ে এতটাই পারদর্শী হয়েছিলেন যে, তিনি সেগুলো নিয়ে লেখালেখি করতে পারতেন এবং ঐ সমস্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন। খুবই অল্প সময়ে তিনি গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, দর্শন, ইতিহাস ও ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তিনি মনে করতেন যে এটি কোরআনিক আদেশ এবং ইসলামের আদি-অকৃত্রিম দর্শনের অনুসরণ।

এ সম্পর্কে নূরসী অন্যত্র বলেন, "কোরআনিক শিক্ষা" ও ইঙ্গিত থেকে আমাদের বুঝা উচিত যে, পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) থেকে প্রকাশিত অলৌকিক শক্তি এটাই প্রমাণ করে যে, (তাদের আদর্শের অনুসারী) মানবজাতি অদূর ভবিষ্যতে বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে নিজেদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সেই অলৌকিক অগ্রগতি বাস্তবায়ন করবে। কেননা, তাদের সেই অলৌকিকত্ব মানুষকে এই মর্মে উৎসাহিত করছে এবং তাকে বলছে, কাজ করে যাও এবং নিজের প্রচেষ্টায় আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাম)-এর ন্যায় সেই অলৌকিক কাজ করে দেখাও। দুই মাসের পথ একদিনে অতিক্রম করে দেখিয়ে দাও, যেমন আল্লাহর নবী হযরত সুলায়মান (আ.) অতিক্রম করতেন। প্রচেষ্টা ও গবেষণার মাধ্যমে জটিল ও কঠিন রোগ থেকে আরোগ্য লাভের প্রতিষেধক আবিষ্কার কর, যেমন অলৌকিক চিকিৎসার মাধ্যমে আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ.) জটিল ও কঠিন রোগ থেকে লোকদের আরোগ্য দান করেছেন। এবং তোমার প্রচেষ্টার মাধ্যমে কঠিন শিলাখণ্ড থেকে পানি নির্গত করে মানুষের জীবন রক্ষা কর, যেমন আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ.) স্বীয় লাঠির আঘাতে কঠিন প্রস্তরখণ্ড থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন। তোমার গবেষণা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই অগ্নি প্রতিরোধক আবিষ্কার কর- যা দ্বারা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড থেকে নিরাপদ থাকা যায় এবং তা প্রয়োজনের মুহূর্তে পরিধান কর, যেমন পরিধান করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। দূরালাপন ও দূর থেকে শব্দ শোনার ও পৃথিবীর দূরবর্তী পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের ছবি দেখার কারিগরি দক্ষতা অর্জন কর এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন কর, যেমন অনেক আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) করেছেন। এবং শক্ত লোহাকে নরম কাদামাটির ন্যায় নরম করার প্রযুক্তি আবিষ্কার কর, যেমন আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আ.) করেছেন। শক্ত লৌহকে নিজের হাতে মোমের ন্যায় নরম করার প্রযুক্তি আবিষ্কার কর, যাতে মানুষ সেই প্রযুক্তির সাহায্যে সকল শিল্পে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে এবং তৈরি করতে পারে সময় নিরূপণ যন্ত্র জাহাজ তথা নৌযান,

যেমন এতদুভয় প্রযুক্তি অলৌকিক শক্তি হিসেবে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আ.) ও হযরত নূহ্ (আ.)-এর দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে আমরা বুঝতে পারি যে, পবিত্র কোরআন মানবজাতিকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে ধাবিত করছে। এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করেছে যে, পবিত্র কোরআনই হচ্ছে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস এবং শিক্ষক।"

তৎকালীন আলেম ও জ্ঞানী গুণীজন তার এই বহুমূখী অসাধারণ মেধার কারণে তাকে 'বদিউজ্জামান' উপাধিতে ভূষিত করেন। আর বদিউজ্জামান শব্দের অর্থ কালের বিস্ময়।

পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সংকল্প

সাঈদ নূরসী ভান শহরে অবস্থানকালে সেখানকার গভর্নর স্থানীয় পত্রিকায় একটি বিস্ময়কর সংবাদ পড়লেন, যা সাঈদ নূরসীর মনে রেখাপাত করেছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সেক্রেটারী ফর কলোনিজ মি. গ্লাডস্টোন যে মন্তব্য করেছিলেন সেটা সংবাদপত্রে প্রচার হয়েছিল। ব্রিটিশ মন্ত্রীর হাতে ছিল কোরআনের একটি কপি। আর তিনি পার্লামেন্টে তার ভাষণে বলছিলেন :

যতদিন মুসলমানদের হাতে আল-কোরআন থাকবে আমরা তাদের বশ করতে পারবো না। অবশ্যই আমাদের তাদের কাছ থেকে কোরআনকে ছিনিয়ে নিতে হবে। অথবা তারা যেন কোরআনের প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে এর ব্যবস্থা করতে হবে।

এই ভাষণে মুসলিমবিশ্ব সম্পর্কে তৎকালীন ইয়াহুদী প্রভাবিত বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ঠভাবে ব্যক্ত হয় এবং মুসলিমদের প্রতি তাদের অনুসৃতব্য চক্রান্তের আভাস পাওয়া যায়। এই বক্তব্য সাঈদ নূরসীর মনে দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তিনি বলেন,

"আমি প্রমাণ করবো এবং দুনিয়াকে দেখাবো যে, আল-কোরআন মৃত্যুহীন এবং চাইলেই নিভিয়ে ফেলা যায় না এমন এক সূর্য।"

তাঁর এই সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য তিনি দুটি পন্থা অবলম্বন করেন, প্রথমটি ছিল 'মাদরাসাতুয যাহ্রা' নামের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়াস। আর দ্বিতীয়টি ছিল তার পরবর্তী জীবনে রিসালায়ে নূরের মাধ্যমে আল-কোরআনের জীবনদর্শন ও জীবন-বিধান সম্পর্কে জনসাধারণকে সজাগ করে তোলা।

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ইস্তাম্বুলে

স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় 'মাদরাসাতুয যাহ্রা'র চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য

সাঈদ নূরসী ১৯০৭ সালে ইস্তাম্বুল ভ্রমণ করেন। ইস্তাম্বুলে তিনি ফাতিহ্ এলাকার শেকারজী নামক সরাইখানায় অবস্থান করেন। এই সরাইখানার বৈঠক ঘরটি (ড্রয়িংরুম) বহু চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকের মিলনকেন্দ্র ছিল। যেমন : তুরস্কের জাতীয় সঙ্গীত প্রণেতা কবি মুহাম্মাদ আকিফ, পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের অধ্যক্ষ ফাতিহ্, বিখ্যাত ভাষাবিদ জালালসহ আরো অনেকে।

এই সম্পর্কে সাইয়্যিদ হাসান ফাহ্মী পাশা ওগুলো বর্ণনা করছেন :

যখন বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ইস্তাম্বুলে এসেছিলেন সেই সময় আমি ফাতিহ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম। আমি শুনলাম যে, তিনি নিজের ঘরের দরজায় একটি ফলক লাগিয়েছেন যাতে তিনি বলেছেন : "এখানে যে কোনো জটিল বিষয়ের সমাধান ও যে কোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, কিন্তু তিনি নিজে কাউকে প্রশ্ন করেন না।" তখনই আমি বুঝলাম যে, এ ধরনের দাবি কেবল একজন পাগলই করতে পারে। কিন্তু শিক্ষার্থী ও আলেমদের মধ্যে যাঁরাই সাঈদ নূরসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল তাঁদের সবার মুখে তাঁর প্রশংসা শোনা গেল, ফলে আমার মনের মধ্যেও তাঁকে দেখার কৌতূহল জাগল। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি তাঁকে খুবই সুক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্ন করব। আর সে সময় আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের একজন ছিলাম।

অবশেষে এক সন্ধ্যায় আমি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাবলি হতে কয়েকটি জটিল বিষয়ের প্রশ্ন বেছে নিলাম- যেগুলোর উত্তর শুধু ঐ গ্রন্থগুলো থেকেই দেওয়া সম্ভব।

পরের দিন আমি নূরসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম এবং তাঁকে প্রশ্ন করলাম। তাঁর উত্তরগুলো ছিল আশ্চার্যজনক, বিস্ময়কর ও অসাধারণ। যখন তিনি উত্তর দিচ্ছিলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি গতকাল যখন ওই বইগুলো পড়ছিলাম তখন তিনি যেন আমার সঙ্গে ছিলেন। ফলে আমি নিশ্চিত হলাম যে, তাঁর জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের মতো অর্জিত নয় বরং আধ্যাত্মিক।

সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়

বদিউজ্জামানের শিক্ষা-সংস্কারের পেছনে ছিল অভিনব একটি পরিকল্পনা। ***তিনি বিশ্বাস করতেন যে বিজ্ঞানহীন ধর্মীয় শিক্ষা মাদরাসার ছাত্রদের সংকীর্ণমনা ও গোঁড়ামি সৃষ্টি করে এবং ধর্মহীন আধুনিক শিক্ষা স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ধর্মবিদ্বেশী, উগ্র ও অশালীন করে তুলবে***। তিনি এ পর্যায়ে তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'মাদরাসাতুল যাহ্রা'র রূপরেখার প্রস্তাব দেন। এটি মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও যুগোপযোগী হবার যোগ্য ছিল। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এ রকম প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলবে- এই ছিল তাঁর আশা।